দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 APR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ

❑ বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডঃ ইনাম-উল হক

(আবদুস সালাম খান/আকমল হোসেন)

■ শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর (কুষ্টিয়া) ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সামনে এখন ৩টি চ্যালেঞ্জ— মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ, অনিয়ম দূরীকরণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের মাধ্যমে তিন বছরের সেশন জট নিরসনে উপাচার্যের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা চিন্তামুক্ত হতে পেরেছে। তবুও উপাচার্যকে আরও অনেক ঝুঁকি সামলাতে হচ্ছে।

সম্প্রতি 'সংবাদ' প্রতিনিধিদ্বয়ের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল হক বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনিয়ম দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রভাব বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যক্তিগতভাবে অনুষদ ভবনে গিয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তাগিদ বেড়েছে। নতুন প্রক্টর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকদেরকে শিগগিরই ঐসব দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হবে।

উপাচার্য বলেছেন, তার যোগদানের পর থেকেই একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন তার বিরোধিতা করে চলেছে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের অভিযোগের জবাবে উপাচার্য বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় তো মগের মুল্লুক নয়, এখানে কারো জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়নি।' তিনি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের দেয়া ছাত্রবৃত্তির টাকায় গাড়ি কেনার কথিত অভিযোগ সরাসরি নাকচ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শিবিরের অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গাড়ি কেনা হয়েছে রাজস্ব খাতের টাকায়। উপাচার্য জোর দিয়ে বলেছেন, আইন প্রয়োগে তিনি প্রভাবান্বিত হবেন না। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বেলায়ও আইন সমানভাবে প্রযোজ্য,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল হক।

তাদেরও শোকজ করা হয়েছে।

স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ প্রসঙ্গ ঃ উপাচার্য দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য তৈরি করতেই হবে- তা সে যে ধরনেরই হোক। উপাচার্য ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে দুটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছেন। তারা ভিসির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে গেছে। ভিসি বলেছেন, ভাস্কর্যের ব্যাপারে কমিটি হয়েছে, কমিটি সুপারিশ চূড়ান্ত করলেই ভাস্কর্য তৈরির কাজ হাতে নেয়া হবে।

আন্তর্জাতিকীকরণ ঃ উপাচার্য ডঃ ইনাম-উল হক উল্লেখ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ভরসা এখন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ২৭ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বরাদ্দ। ঐ টাকায় ৪শ' আসনের একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল, ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং করা হবে। আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কর্মসূচিও রয়েছে। '৯৬-৯৭ সালেই ১২ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করা হবে। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। এতে বাইরের অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ শিক্ষকরা এখানে যোগদানে উৎসাহী হবেন।

ছাত্র রাজনীতি ঃ উপাচার্য বলেছেন, এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হচ্ছে না। তবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হতে পারে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সময় কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে দেয়া হবে না। এমন কি ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কোন রকম প্রচারপত্র, পুস্তিকা বিতরণ বা প্রচারণার সুযোগ দেয়া যাবে না বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।